পিকনিকে যাই বন্ধুদের সাথে

একটু পর পিকনিকের বাস এলো। কী মজা! এখন সবাই ঘুরতে যাব! কিন্তু বাইরে তাকিয়ে দেখলাম, আকাশে অনেক মেঘ জমেছে। সবার মন খারাপ হয়ে গেল। ঝড়বৃষ্টির মধ্যে পিকনিক হবে কী করে? কালো মেঘে চারদিক অন্ধকার হয়ে এলো। ঘনঘন বাজ চমকাতে লাগল।

উস্তায বললেন, 'কে বলতে পারবে? বিদ্যুৎ চমকালে কী দুআ পড়তে হয়?' উসামা হাত তুলে বলল, 'আমি পারব, উস্তায।'

اَللّٰهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلَا تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذٰلِكَ

"আল্লাহ, তুমি গজব দিয়ে আমাদের হত্যা করো না। আযাব দিয়ে আমাদের ধ্বংস করো না। এমন হবার আগেই আমাদের তুমি নিরাপত্তা দাও।" (তিরমিযি, ৩৪৫০)

উস্তায বললেন, 'জাযাকাল্লাহু খাইরান।'

উসামা বলল, 'বারাকাল্লাহু ফীক।'

এরপর বাইরে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি শুরু হলো। সবাই ভাবল আজ হয়তো পিকনিকে যাওয়া হবে না।

উস্তায বললেন, ‘বৃষ্টির সময় কী দুআ পড়তে হয়?’
হানিফ বলল,

اَللّٰهُمَّ صَيِّبًا نَّافِعًا

“হে আল্লাহ, মুষলধারে উপকারী বৃষ্টি দাও।” (বুখারি, ১০৩২)

একথা শুনে আমরা সবাই এই দুআ পড়তে লাগলাম। আমি মনে মনে ভাবছিলাম, বৃষ্টি থেমে গেলেই তো ভালো হতো! তা হলে আমরা পিকনিকে যেতে পারতাম। একটু পর বৃষ্টি থেমে গেল। শুধু হালকা গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছিল। আকাশ পরিষ্কার হতে দেখে আমরা খুশি হয়ে গেলাম। সবাই আল্লাহকে ধন্যবাদ দিলাম। এখন আমরা পিকনিকে যেতে পারব।
উসামা বলল, ‘বৃষ্টি হয়ে ভালোই হয়েছে। গরম কমে গেছে।’
আমি বললাম, ‘হ্যাঁ, কেমন সুন্দর ঠান্ডা বাতাস বইছে।’
গাড়িতে ওঠার আগে আমাদের ক্লাস ক্যাপ্টেন ওমর সবাইকে মনে করিয়ে দিল, ‘সফরের দুআ পড়তে কেউ ভুলো না কিন্তু!’ এরপর সে জোরে জোরে পড়তে লাগল,

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِيْ سَفَرِنَا هٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوٰى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضٰى
اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هٰذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ

“হে আল্লাহ, আমাদের এ সফরে আমরা তোমার নিকট কল্যাণ, তাকওয়া ও তোমার সন্তুষ্টিজনক কাজের তাওফীক চাই। হে আল্লাহ, আমাদের এ সফর আমাদের জন্য সহজ করে দাও এবং এর দূরত্ব কমিয়ে দাও।” (মুসলিম, ১৩৪২)

আম্মু আমাকে এই দুআটি আগেই মুখস্থ করিয়েছিল। সবার সাথে আমিও সফরের দুআ পড়তে লাগলাম। সবাই বলল, 'জাযাকাল্লাহু খাইরান, ওমর। আমরা এই দুআটি মুখস্থ করে নেব, ইন শা আল্লাহ।'

এরপর আমাদের গাড়ি চলতে শুরু করল। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা পার্কে পৌঁছে গেলাম। সবাই মিলে চারদিক ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম। পার্কে অনেক সুন্দর একটি লেক ছিল। লেকের একদিকে অনেক খোলা জায়গা এবং বড় বড় গাছ। গাছে ছিল নানা রঙের ফুল ও পাখি। আমরা উস্তাযের সাথে বেড়াতে লাগলাম। দলবেঁধে হাঁটতে লাগলাম। এক সময় বহুদূর চলে গেলাম। সেখানে কোনো মানুষজন ছিল না। এমন জায়গায় গেলে একটি দুআ পড়তে হয়। অজানা প্রাণীর ক্ষতি থেকে বাঁচতে এই দুআ পড়তে বলেছেন নবিজি।

আমি বললাম,

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

"আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই তাঁর সৃষ্টির ক্ষতি থেকে, তাঁর পরিপূর্ণ কালিমাসমূহের ওসীলায়।" (মুসলিম, ২৭০৮)

আমাদের গ্রুপের সবাই এই দুআ পড়ল। সারাদিন খুব মজা হলো। আমরা বল নিয়ে খেললাম। লেকে অনেকগুলো নৌকা বাঁধা ছিল। আমরা নৌকায় উঠলাম। আশপাশের সবকিছু ঘুরে ঘুরে দেখলাম। এর মধ্যেই দুপুরের খাবার তৈরি হয়ে গেল। খাওয়ার পর আমরা যোহরের নামাজ পড়লাম। এভাবে বেলা গড়িয়ে বিকাল হয়ে এলো। এবার আমাদের ফিরে যাবার পালা।

হঠাৎ আমরা খেয়াল করলাম, একজনকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সবাই আছে; কিন্তু একজন নেই! উসামা কোথায়? হানিফ বলল, 'আমি ওকে এই ঝোপের দিকে যেতে দেখেছি। ও একাই যেন কোথায় ঘুরতে গেছে!' সবার দেরি হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু উসামা ফিরছে না! আমি বললাম,

قَدَرُ اللهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ

"এটিই আল্লাহর ফায়সালা। তিনি যা চেয়েছেন তা-ই করেছেন।"

(মুসলিম, ২৬৬৪)

একটু পর উসামা ছুটে এলো হাঁপাতে হাঁপাতে। পথ ভুল করে অন্যদিকে চলে গিয়েছিল সে। উস্তায বললেন, 'উসামা, অচেনা জায়গায় কখনো একা ঘুরতে হয় না।'

উসামা বলল, 'জি, আমার ভুল হয়ে গেছে, উস্তায।'

এরপর আমরা সবাই বাসে চড়লাম। আসরের নামাজের আগেই আমি বাড়ি ফিরে এলাম।

হঠাৎ টেলিফোন

আমি বাড়িতে ছিলাম না। একটি ফোন কল এলো। আম্মা ফোন ধরে শুনলেন, 'উসামা এক্সিডেন্ট করেছে! সিঁড়ি থেকে নামার সময় পা পিছলে পড়ে গিয়েছে! তবে তেমন গুরুতর কিছু নয়। অল্প একটু আছাড় খেয়েছে। আর কিছু জায়গায় ছিলে গেছে। ডাক্তার বলেছে, দুই দিন হাসপাতালে থাকতে হবে।' উসামা আমার খুব প্রিয় বন্ধু। তাই আমি ওকে দেখতে গেলাম।

হাসপাতালে গিয়ে রিসিপশনে খোঁজ নিলাম। ওরা বলল, উসামা ২০৩ নম্বর রুমে আছে। দোতলায় গিয়ে কড়া নাড়তেই দরজা খুলে দিল উসামার বাবা। আমি সালাম দিয়ে রুমে ঢুকলাম। তখন উসামা চাদর গায়ে দিয়ে ঘুমাচ্ছিল। আমি জানতে চাইলাম, 'চাচা, উসামা এখন কেমন আছে?' উসামার বাবা বললেন, 'সামান্য একটু আঘাত পেয়েছে। চিন্তার কিছু নেই। ভালো হয়ে যাবে, ইন শা আল্লাহ।'

তখন আমি উসামার পাশে গিয়ে বসলাম।

আর নবি ﷺ-এর শেখানো এই দুআটি সাতবার পড়লাম,

أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ أَنْ يَّشْفِيَكَ

"আমি মহান আরশের রব আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন তোমাকে সুস্থ করে দেন।"

(আবূ দাউদ, ৩১০৬)

কিছুক্ষণ পর উসামা ঘুম থেকে জেগে উঠল। আমাকে দেখে সে খুব খুশি হলো। আমি বললাম,

لَا بَأْسَ طَهُوْرٌ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ

"চিন্তা করো না। সুস্থ হয়ে যাবে, ইন শা আল্লাহ।" (বুখারি, ৩৬১৬)

অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে গেলে তারা খুব খুশি হয়। মনে আশা ও সাহস পায়। আমি জানতে চাইলাম, 'এখন কেমন লাগছে?' উসামা বলল,

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ

"সব অবস্থাতেই আল্লাহর প্রশংসা।" (ইবনু মাজাহ, ৩৮০৩)

আমি অল্প একটু সময় বসলাম। অসুস্থ কারও কাছে দীর্ঘ সময় বসে থাকা উচিত নয়। তা হলে তাদের কষ্ট হতে পারে। কারণ রোগীদের বিশ্রাম প্রয়োজন। তাই একটু পরেই আমি চলে এলাম। সারাদিন এভাবেই কেটে গেল। বাড়ি ফিরতে ফিরতে আমি মাগরিবের আযান শুনতে পেলাম।